প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়

অপসারিত উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ

পটুয়াখালী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অধ্যাপক মাসুমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অনিয়ম-দুর্নীতি, নিয়োগবাণিজ্য ও অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়ায় মাসুমের বর্তমান কর্মস্থল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এ নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট জানা গেছে, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে গত বছরের ২০ মে মাসুমকে অপসারণ করা হয়। এরপর ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আমেনা বেগমের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি এসব তদন্ত করে। কমিটি গত ২০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব রায়না আহমেদ স্বাক্ষরিত এক পত্রে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশে উপাচার্য থাকাকালে পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে বিধি-বহির্ভূতভাবে ঋণ বাবদ নেওয়া ৯৮ হাজার ৩৪৬ টাকা আদায় করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বকালে কোনো ভর্তি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মাসুম বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন চিঠির অনুলিপি পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির বলেন, এখনো এ বিষয়ে কোনো ফাইল তাঁর কাছে আসেনি। তবে তিনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।